তারিখ 07 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

যুগান্তর

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাঝপথে ফের ভর্তি অধ্যক্ষকে তলব

মুসতাক আহমদ

শিক্ষাবর্ষ শুরুর এক মাস পর আবার ছাত্রছাত্রী ভর্তি শুরু করেছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এ দফায় বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে। এ লক্ষ্যে কয়েকদিন ধরে অভিভাবকদের কাছে ভর্তির টাকা জমার রশিদ বিতরণ করা হচ্ছে। শনিবার সরেজমিন অনুসন্ধানেও এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

জানতে চাইলে নতুন করে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি এবং বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি। শনিবার রাতে তিনি মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে বলেন, 'ভর্তির বিষয়ে গভর্নিং বডির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। কতজন ভর্তি করা হবে তা এখন বলা যাচ্ছে না। কাল এ নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) অধ্যক্ষকে ডেকেছে। সেখানে এ নিয়ে কথা হবে।' কিন্তু অনেকের হাতে আজ ভর্তির রশিদ দেখলাম— এ প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আপনারা ভর্তির তদবির করবেন, আবার ভর্তির বিরুদ্ধে লিখবেন— এটা কেমন কথা। আপনারা কী পেয়েছেন?'

শনিবার প্রতিষ্ঠানটির মতিঝিলের প্রধান ক্যাম্পাসে সরেজমিনে দেখা যায়, স্কুলের অভিভাবকরা দু-একজন করে স্কুলে ঢুকছেন, আর ভর্তির রশিদ নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। দুপুর ১২টার দিকে স্কুলের মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, আকবর হোসেন নামে এক অভিভাবক ভর্তির রশিদ নিয়ে এসে বেশ উল্লাস প্রকাশ করছেন। তিনি পকেট থেকে রশিদ বের করে দেখাচ্ছিলেন স্কুলের দারোয়ান সামিউল ইসলামকে। কত টাকার বিনিময়ে তিনি ভর্তির এ রশিদ পেলেন তাও শোনা যায় দু'জনের আলাপে। এই প্রতিবেদক ভর্তির খোঁজখবর জানতে চাইলে তারা জানতে চান, কোন লাইন ধরেছি। 'এক শিক্ষকের মাধ্যমে চেষ্টা করছি'— এমন কথা বললে তারা শিক্ষকের নাম জানতে চান। একপর্যায়ে কবে কন্টাক্ট করেছি তাও জানতে চান। এরপর দারোয়ান বলেন, 'নভেম্বরে যোগাযোগ করলে তো এ লটেই আপনার রশিদ পাওয়ার কথা।' এ সময় আকবর হোসেন বলেন, 'আমার সন্তান ভর্তি হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীতে। ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাকে টাকা জমা দিতে হবে।' আকবর হোসেনের বিদায়ের পর দুই মিনিটের মধ্যে **তলব : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২**

তলব : অধ্যক্ষকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্কুলের ভেতর থেকে রসিদ হাতে নিয়ে বের হলেন আরেকজন। 'দারোয়ান সামিউলকে ওই অভিভাবক হাসিমুখে বলছিলেন, 'হয়েছে। পেয়েছি রসিদ। থ্যাংক ইউ।' এই অভিভাবক চলে যাওয়ার পর জানতে চাইলে দারোয়ান যুগান্তরের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'বোঝেন না হাতে কী? ছাত্র ভর্তি করাবেন কীভাবে?'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী, ভর্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে (ধারা-৫)। শূন্য আসন সংখ্যা উল্লেখ করে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে (ধারা-৭-এর ঘ)। স্কুলের বেশকিছু শিক্ষক এবং অভিভাবক জানিয়েছেন, এখন যে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে, তাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির কোনো কোনো সদস্যের অফিস বা বাসা থেকে ভর্তির টাকা জমা দেয়ার রশিদ বিতরণ করা হচ্ছে। স্কুলের অফিস এমনকি শিক্ষকদের পকেট থেকেও ভর্তির রশিদ বের হচ্ছে। দারোয়ান সামিউল এবং অভিভাবক আকবর হোসেনের কথোপকথন থেকেও বিষয়টি জানা গেছে।

গত বছরের শেষের দিকে প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। তখন শিক্ষার্থী ভর্তিও করা হয়। সেই হিসেবে এখন আর ভর্তি করার কথা নয়। এ কারণে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের কেউ কেউ এই ভর্তিকে 'অবৈধ' আখ্যা দিয়েছেন।

স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকদের এক অংশের অভিযোগ, শিক্ষাবর্ষ শুরুর এক মাস পর এ ভর্তি পুরোপুরি তদবির ও টাকার বিনিময়ে হচ্ছে। গত বছরের শেষের দিকে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে চলতি শিক্ষাবর্ষে তিন ক্যাম্পাসে (মতিঝিল, মুগদা ও বনশ্রী) প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৪ হাজার ৩৪০টি আসন শূন্য ঘোষণা করা হয়েছিল। বিজ্ঞাপিত এসব আসনের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে লটারি এবং অন্য শ্রেণীতে পরীক্ষা নিয়ে (যদিও এ নিয়ে নানা অভিযোগ আছে) ভর্তির কাজ শেষ করা হয়েছে। কয়েকজন অভিভাবক দাবি করেন, এখন বিজ্ঞাপিত পদের বাইরে আরও ২ হাজারের বেশি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির কথা শোনা যাচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত এই অতিরিক্ত ভর্তি কত আসনে সীমিত করা যাবে, তা কেউই জানেন না। আসন সংখ্যার কথা স্কুলের সভাপতিও এ প্রতিবেদককে জানাতে পারেননি।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগরীর স্কুলে ভর্তি কমিটির সদস্য ও মাউশি পরিচালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, 'তারা আমাদের বলেছে, বছরের শুরুতে প্রথম শ্রেণীর বাইরে অন্য শ্রেণীতে ভর্তি করেনি। এ কারণে এখন ভর্তি করাচ্ছে। তাছাড়া এখন আসনও নাকি শূন্য হয়েছে।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার ৫ ও ৭-এর 'ঘ' ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরিচালক বলেন, 'আমরা বাস্তবতা জানি না। তাদের কথাই আপনাকে বলেছি। যেহেতু আপনার কাছে শুনছি যে, আগে আসন শূন্য ঘোষণা করে তাতে ভর্তি করেছে, তাহলে আমরা এ বিষয়ে খোঁজ নেব। তাছাড়া কাল (আজ) স্কুলের অধ্যক্ষকে ডেকেছি। দেখি, তিনি কী বলেন।'

স্কুলের অধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডির বেশ কয়েকজন সদস্য গণমাধ্যমে বারবারই বলেছেন, বছরের শুরুতে ভর্তিকালে নতুন ভবনের কাজ চলছিল। ওই ভবনের কাজ শেষ হওয়ায় এখন কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যাবে। সে কারণেই ভর্তি করা হচ্ছে। তারা আরও বলেছেন, সরকার ও রাজনৈতিক বিভিন্ন পর্যায় থেকে তদবিরের কারণে এ ভর্তি করা হচ্ছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কেউই তদবিরকারী কারও নাম প্রকাশ করেননি। মূলত নীতিমালা লংঘন করে এই ভর্তির কাজে গভর্নিং বডির একাধিক সদস্য ভূমিকা রাখছেন।

অভিযোগ আছে, ২০১২ ও ২০১৩ সালে দু'বছরে এ স্কুলে তিন হাজারের বেশি অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল। ওই ভর্তি নিয়েও নানা অভিযোগ আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) এক নিরীক্ষা প্রতিবেদনেও অতিরিক্ত ভর্তির বিষয়টি উঠে এসেছে। তবে নানা সমালোচনা ও গণমাধ্যমে এ নিয়ে লেখালেখির কারণে বিগত দু'বছর অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ ছিল।